দৈনিক
ইত্তেফাক

05 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ শতভাগ সফলতা অর্জনের পরও এমপিওভুক্ত হয়নি

■ কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা

প্রতি বছর শতভাগ সফলতা অর্জনের পরও এখন পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হয়নি প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের স্বপ্নের স্কুল শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ। এতে খুবই মানবেতর জীবনযাপন করছেন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-কর্মচারীরা।

১৯৯৬ সালে হুমায়ূন আহমেদ কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইল বাড়ি ইউনিয়নের নিজগ্রাম কুতুবপুরে ৩৩ একর জায়গার উপর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তার স্বপ্নের স্কুল শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের। বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর (বর্তমান সংস্কৃতিমন্ত্রী) এই বিদ্যাপীঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তারপর বিশাল জায়গা জুড়ে শুরু করেন ভবন নির্মাণের কাজ। স্কুল ভবনের ডিজাইন করে দেন মেহের আফরোজ শাওন। ২০০২ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয় স্কুল ভবনের। ভবনের সামনে রাখা হয় বিশাল খেলার মাঠ। মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নির্মাণ করা হয় স্মৃতিফলক। স্মৃতিফলকে উল্লেখ করা হয় হুমায়ূন আহমেদের বাবা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ, শহীদ মুখলেছুর রহমান খান পাঠান, শহীদ মুখলেছুজ্জামান ও শহীদ আব্দুল লতিফ মাস্টারের নাম। বিশিষ্ট কবি শামসুর রাহমান এ স্মৃতি ফলকের উদ্বোধন করেন।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের স্মৃতি রক্ষায় হুমায়ূন আহমেদ তার স্কুলের নাম দেন শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ। স্কুল নির্মাণের যাবতীয় কাজ যখন শেষ, তখন তিনি চিন্তা করেন, এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান তার পক্ষে একা চালানো সম্ভব নয়। তাই তিনি সরকার কিংবা বেসরকারি কোনো সংস্থাকে স্কুলের দায়িত্ব ভার হস্তান্তরের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকার বা কোনো সংস্থা তার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ দেখাননি। কি আর করা, অবশেষে ২০০৮ সালে তিনি নিজ উদ্যোগেই মাত্র ৪৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু করেন স্কুলের পাঠদান কার্যক্রম। বর্তমানে এ বিদ্যাপীঠে শিক্ষার্থী সংখ্যা রয়েছে ৩২৭ জন এবং ১৫ জন শিক্ষক-তিনজন কর্মচারী রয়েছেন। শুরু থেকেই স্কুলটির ফলাফল অত্যন্ত ভালো। প্রতিবছরই মেধা তালিকায় স্থান অর্জনসহ স্কুলটির ফলাফল শতভাগ।

স্কুলের শুরু থেকে হুমায়ূন আহমেদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি নিজেই স্কুল সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নেন তার সহধর্মিণী মেহের আফরোজ শাওন। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে স্কুলটিকে এমপিওভুক্তিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিদ্যাপীঠটি এমপিওভুক্ত হয়নি।

শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক আসাদুজ্জামান জানান, শিক্ষকদের নিরলস চেষ্টায় প্রতিবছরই শতভাগ সফলতা অর্জিত হচ্ছে। এ বছরও ৫৩ পরীক্ষার্থীর সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জিপিএ ৫ পেয়েছে ৯ জন। তবে স্কুলটি আজও এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষকদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।